International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 11- 15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ন্যায়—বৈশেষিক দর্শনে অর্থ

অধ্যাপক সুমন্ত ঘোষ বাগ
ডি. এন. সি. কলেজ, অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The word "artha"occoupies a very important place in the Nyaya-Vaisesika philosophy. Goutama uses the word "artha" in various senses like, padartha, indriyartha, prameyartha, abhidheyartha, vachyrtha et.c. Regarding this matter Goutama also admit in Nyaya sutra "artha" as a separate prameya and it denotes only posteriori aspect which represents the rasa(water), rupa(colour), gandha(smell), sparsa(touch) and sabda(sound) that are apprehended through the sense-organs. The Vaisesikas like Kanada consider that the word "artha" stands for the padartha. He also usese the word "artha" in another separate sense like dravya(substance), guna(quality) and karma(action). All these definitions suggest that the variety of usages of artha seems relevant to the Nyaya-Vaisesikas philosophy of language and also semantical theory of its meaning. In this paper I would like to highlight the different aspects of the term 'artha' which is considered by the Nyaya-Vaisesika Philosopher, and to focus the deep sense of this theory meaning as explained in Nyaya-Vaisesika philosophy.

ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে 'অর্থ' শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। পদের দ্বারা বোধিত হয় বলে অর্থকে বলা হয় পদার্থ (পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ) আবার এই অর্থ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তখন তাকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ার্থ। পদ অভিধা বা সংকেতের মাধ্যমেই অর্থকে নির্দেশ করে। পদের দ্বারা অর্থ যখন অভিধেয় হয় তখন তাকে বলা হয় অভিধেয়ার্থ। এই অভিধেয়ার্থই হল বাচ্য অর্থ বা বাচ্যার্থ। ন্যায় মতে যা জ্ঞেয় তাই অভিধেয়। এই দিক থেকে জ্ঞানের যাবৎ বিষয় হল অভিধেয়ার্থ। বর্তমান নিবন্ধটি ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে আলোচিত অর্থবিষয়ক আলোচনার একটি সমীক্ষা। এই নিবন্ধের আমরা প্রথম পর্যায়ে ন্যায় দর্শনে 'অর্থ' শব্দটির বহুমুখী দিক গুলি যেমন উল্লেখ করা হবে, তেমনই দ্বিতিয় পর্যায়ে বৈশেষিকতত্ত্ববিদ্যায় 'অর্থ' শব্দটির যে তাৎপর্য তার একটি রূপরেখাও দেওয়া হবে।

বস্তুবাদী ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এমন কোন পদার্থ থাকতে পারে না যা জ্ঞান- নিরেপেক্ষ। এই দিক থেকে ন্যায় সম্মত ষোড়শ পদার্থ এবং বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থ, যা ন্যায় মতের ও অবিরুদ্ধ সবকিছুই হল জ্ঞেয়। অতএব, এসকল বিষয়ই হল অভিধেয় বা অভিধেয়ার্থ। ন্যায় দর্শনে প্রমাণাদি ষোড়শ তত্ত্বকে বলা হয়েছে পদার্থ। এই ষোড়শ পদার্থের অন্যতম পদার্থ প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যায় ন্যায়সূত্রকার চতুর্থ প্রমেয়রূপে পুনঃরায় অর্থের উল্লেখ করেছেন। সেই অর্থকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রূপাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণকেই তিনি অর্থ বলেছেন। আবার, দ্বিতীয় প্রমেয় শরীরের ব্যাখ্যায় শরীরকে অর্থের আশ্রয়রূপে উল্লেখ করেছেন।[১] সেখানে তিনি অর্থের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদিকেই অর্থ বলেছেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'অর্থ' শব্দের এই বিভিন্ন প্রয়োগ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, 'অর্থ' শব্দের দ্বারা আমরা প্রকৃত পক্ষে কি বুঝব? এই প্রশ্নের উত্তর খোজার আগে ন্যায় দর্শনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অর্থের কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ

পদার্থ : একটি পদের দ্বারা যে বিষয়কে জানা হয় বা একটি পদ যে বিষয়কে বোঝায় সেটিই হল সেই পদের অর্থ বা পদার্থ। মহর্ষি গৌতম তার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে ষোলটি পদার্থের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, **"প্রমাণ- প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তবয়ব-তর্ক- নির্ণয়-বাদ- জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"**।[২] অর্থাৎ গৌতমের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান- এই ষোলটি পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান বা নিঃশ্রেয়সের উপযোগী। ন্যায় দর্শনে উক্ত পদার্থ গুলির তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষ লাভের উপযোগী বলা হয়েছে।

প্রমেয়ার্থ : ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় দ্বিতীয় পদার্থ। চতুর্বিধ প্রমাণের সাহায্যে যথাযথ ভাবে উপলব্ধ যে সকল পদার্থকে মোক্ষলাভের সহায়ক বলা হয়েছে সেই পদার্থ গুলিই প্রমেয়। মহর্ষি গৌতম পুনরায় তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নবম সূত্রে প্রমেয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- **"আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্"**।[৩] অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রভৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব,ফল, দুঃখ এবং অপবর্গ – এই বারোটি হল প্রমেয় যা সাক্ষাৎ মোক্ষের জনক। গৌতম মতে ষোড়শ পদার্থই ন্যায় দর্শনে অর্থ (পদস্য অর্থঃ)।

দ্বাদশ প্রমেয়ার্থ প্রমেয় পদার্থেরই উপবিভাগ মাত্র। লক্ষনীয় যে, দ্বাদশ প্রমেয়ার্থ তালিকায় চতুর্থ প্রমেয়ার্থ রূপে সূত্রকার অর্থকে পুনঃরায় স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। এরূপ উল্লেখের প্রয়োজন কি তা চিন্তনীয়।

ইন্দ্রিয়ার্থ : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ার্থ। মহর্ষি গৌতম অর্থকে চতুর্থ প্রমেয়রূপে স্বীকার করেছেন এবং এই অর্থ যে ইন্দ্রিয়ার্থ একথা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে চৌদ্দ সংখ্যক সূত্রে বলেছেন- **"গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণান্তদর্থাঃ"**।[৪] অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ- এই পাঁচটি হল 'অর্থ' শব্দ বাচ্য। মূলতঃ তিনি এখানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণকেই 'অর্থ' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি সূত্রে বলেছেন 'তদার্থাঃ', এবং 'পৃথিব্যাদির গুণাঃ' পদের দ্বারা পৃথিব্যাদি গুণী দ্রব্য এবং তার গুণ যে ভিন্ন পদার্থ তা সূচিত হয়েছে। ন্যায়ভাষ্যকারও বলেছেন যে পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে গুণ ব্যবস্থিত আছে সেই গুণ সমূহ (গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ) যথাক্রমে ইন্দ্রিয় বর্গের অর্থ বা ইন্দ্রিয়ার্থ। ন্যায় মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনে করেন যে, মহর্ষি গৌতম **" গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণান্তদর্থাঃ"** এই সূত্রে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি পঞ্চগুণকে 'অর্থ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ এবং **"চেষ্টান্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্"**[৫] এই সূত্রে সুখ-দুঃখকে 'অর্থ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বললে ও প্রত্যক্ষের লক্ষণ-সূত্র (১/১/৪) পর্যালোচনা করলে জাত্যাদির প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি দোষ গঠে থাকে। জয়ন্ত ভট্টের মতে, গন্ধত্ব প্রভৃতি নিজ নিজ জাতি-বিশেষিত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এবং তাদের আশ্রয় পৃথিবী, জল ও তেজস্বরূপ দ্রব্য এবং তদাশ্রিত সংখ্যা প্রভৃতি গুণ ও উৎক্ষেপণ প্রভৃতি কর্ম এবং তৎস্থিত জাতি 'অর্থ' শব্দের প্রাতিপাদ্য।[৬]

যে সকল বিষয়ে ত্বক এবং চক্ষু এই উভয় বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তারা অর্থ। (অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চগুণ- ভিন্ন অন্যান্য গুণ মাত্রেই যে 'অর্থ' শব্দ প্রতিপাদ্য, তা নয় এবং দ্রব্যমাত্রই বা ক্রিয়ামাত্রই 'অর্থ' শব্দ প্রতিপাদ্য নয়।) গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চগুণ এবং যাদের ত্বক ও চক্ষু এই উভয় ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় তারা 'অর্থ' শব্দ প্রতিপাদ্য। গন্ধাদিব্যতিরিক্ত তাদৃশ উভয়েরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় এবং গন্ধ্যাদি পঞ্চগুণ, 'অর্থ' শব্দ প্রতিপাদ্য, এবং তৎসহ অভাবও 'অর্থ' শব্দ প্রতিপাদ্য। কারণ তা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গ্রাহ্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার।

বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কেবল মাত্র দ্রব্য চক্ষুরিন্দ্রিয় বা তগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের সাহায্য গৃহিত হয়। তৎসমেবেত রূপত্ব প্রভৃতি জাতি সংযুক্ত- সমবেত-সমবায়স্বরূপ সন্নিকর্ষের সাহায্য গৃহিত হয়ে থাকে। সমবায়রূপ সন্নিকর্ষবশত শব্দ গৃহিত হয়। শব্দত্বের সমবেত সমবায়রূপ সন্নিকর্ষের সাহায্যে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত ভূতলাদির বিশেষত্ববশত অভাবের প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে। যেমন, এই স্থানে ঘট নাই। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টের মতে, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং মনগ্রাহ্য সকল বিষয়ই 'অর্থ' শব্দের প্রতিপাদ্য। এই অভিমত গৌতম সম্মত বলেই ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট মনে করেন।[৭] এখন দেখা যাক, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অর্থ কোনগুলি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থ : 'জিঘ্রতি অনেন' – এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই ঘ্রান নামক ইন্দ্রিয়। ঘ্রান ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল গন্ধ ও গন্ধত্বজাতি। গন্ধ হল পৃথিবীর বিশেষ গুন।

রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থ : 'রসয়তি অনেন'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই রসনা নামক ইন্দ্রিয়। রসেন্দ্রিয়ের বিষয় হল রস ও রসত্বজাতি। রস হল জলের বিশেষ গুণ।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থ : 'চষ্টে অনেন'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল রূপ, রূপত্বাজাতি এবং রূপবান্ দ্রব্য। রূপ হল তেজ দ্রব্যের বিশেষ গুন।

কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থ : 'শৃণোতি অনেন'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি বশতঃ 'শ্রোত্র নামক ইন্দ্রিয়ই কর্ণেন্দ্রিয়। কর্ণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় হল শব্দ ও শব্দত্বজাতি। শব্দ হল আকাশের বিশেষ গুণ।

ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য অর্থ : 'ত্বক্স্থান' অর্থাৎ চর্ম যার স্থান বা আধার এমন ইন্দ্রিয়ই ত্বক। ত্বক্ ইন্দিয়ের বিষয় হল স্পর্শ, স্পর্শত্বজাতি এবং স্পর্শবান দ্রব্য। স্পর্শ হল বায়ুর বিশেষ গুণ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহর্ষি "**গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণান্তদর্থাঃ**" এই সূত্রে কেবল মাত্র পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণকেই অর্থ বলেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধত্বাদি জাতি এবং রূপবান ও স্পর্শবান দ্রব্যও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু এগুলি তিনি ঐ সূত্রে উল্লেখ করেননি। তাছাড়া সুখ-দুঃখাদি গুণ ও আত্ম্য দ্রব্য অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু তিনি এগুলিও কোন উল্লেখ করেননি।

অভিধেয়ার্থ : বিশেষ শব্দ যে ব্যাপারের সাহায্যে লোকপ্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থকে বোঝায়, সেই ব্যাপরই 'অভিধা' নামে পরিচিত। এই অভিধার দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থকেই অভিধেয়ার্থ বলা হয়। প্রত্যেক শব্দেরই একটি সর্বজন প্রসিদ্ধ (প্রথমোপস্থিত) অর্থ আছে। 'মানুষ', 'গরু', 'সূর্য', 'চন্দ্র', 'জল' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ মাত্রই সর্বজন প্রসিদ্ধবশতঃ নিজ নিজ অর্থ বুঝিয়ে থাকে। শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে অর্থ নির্দেশের যোগ্যতাকেই বলা হয় অভিধান যোগ্যতা বা অভিধেয়ত্ব। এই অভিধা শক্তি বা সংকেত নামেও কথিত হয়। সুতরাং পদের শক্তিলভ্য অর্থ হল অভিধেয় এবং এই শক্তিরূপ বৃত্তির বিষয়ত্বই হল অভিধেয়ার্থ ।

শক্যার্থ : একটি পদের সঙ্গে তার বাচ্য অর্থ তথা পদার্থের শাব্দবোধানকূল সম্বন্ধকে বলা হয় বৃত্তি। অর্থাৎ বৃত্তি হল পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ। ন্যায় মতে বৃত্তি দ্বিবিধ-শক্তি ও লক্ষণা। শক্তি হল মূখ্য বৃত্তি এবং লক্ষণা হল গৌণ বৃত্তি। আর মুখ্যবৃত্তি তথা শক্তির দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত হয়, তাকে বলা হয় শক্যার্থ।

লক্ষ্যার্থ : শক্তির দ্বারা লভ্য যে, অর্থ তা যেমন কোন পদের শক্যার্থ, তেমনি লক্ষণার দ্বারা যে অর্থ উপস্থাপিত হয়, তা হল লক্ষ্যার্থ। লক্ষ্যার্থ কোন না কোন ভাবে শক্যার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। শক্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের এই সম্বন্ধ হল শক্য সম্বন্ধ। সুতরাং লক্ষণা নামক গৌণ বৃত্তি যখন শক্য সম্বন্ধের অধীন হয়, তখনই তা লক্ষ্যার্থ।[৮]

বাচ্যার্থ : ভাষা দর্শনের আঙিনায় 'অর্থ' শব্দটি বাচ্যার্থরূপেই অধিক পরিচিত। একটি পদের দ্বারা যে অর্থ বাচ্য তাই হল বাচ্যার্থ। বক্তার দ্বারা প্রযুক্ত নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে শ্রোতা নির্দিষ্ট কোন পদার্থের জ্ঞান লাভ করে থাকেন, অর্থাৎ বক্তার দ্বারা উচ্চারিত শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতার শাব্দবোধ ঘঠে। কিন্তু যে কোন পদ শ্রবনের মাধ্যমে শ্রোতার যে কোন পদার্থের বোধ অর্থাৎ শাব্দবোধ ঘঠে না। নির্দিষ্ট কোন পদ শ্রবণের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট কোন পদার্থের জ্ঞান শ্রোতার হয়ে থাকে। 'ঘট', 'গরু', 'বৃক্ষ' প্রভৃতি পদ এদের নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ অর্থকেই বোঝায়। তাই একটি পদ উচ্চারিত হওয়ার পর ঐ পদের দ্বারা যে নির্দিষ্ট বাচ্য অর্থটিকে নির্দেশ করে তাহল ঐ পদের বাচ্য অর্থ তথা বাচ্যার্থ। নৈয়ায়িকগণ বাচ্য অর্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একদিগে যেমন পদের বাস্তবসত্ত্বা স্বীকার করেছেন, অন্যদিগে পদার্থের বাস্তব সত্ত্বাকে গ্রহণ করেছেন। এই মতে জগতে প্রতিটি পদার্থেরই নামপদ বা সমাখ্যা পদ আছে এবং এই পদের দ্বারা বস্তু অভিহিত হয়ে থাকে। 'গরু' একটি পদ, তার পাশাপাশি আছে বস্তু জগতে বিশেষ আকৃতি ও গোত্ব জাতি বিশিষ্ট এক প্রকার প্রাণী। ঐ বিশেষ প্রকার জাতি ও আকৃতি বিশিষ্ট প্রাণীটি হল 'গো' পদের অর্থ তথা বাচ্যার্থ।

পদ তার সমুদায় শক্তি ও অবয়ব শক্তির দ্বারা পদার্থকে বোঝায়। কিন্তু বাচ্যার্থ কোন নির্বিশেষে বস্তু নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে কোন বিশেষণ-বিশিষ্ট বিষয়টিকে বাচ্যার্থ বলা হয়? যদি 'গো'- পদটির দ্বারা বোধিত হয় কোনটি? গো-এই ব্যক্তিটি, গো এই আকৃতিটি, নাকি গোত্বজাতিটি অথবা গোত্বজাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট গো ব্যাক্তিটি। এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বে দেখে নেওয়া যাক ব্যাক্তি, আকৃতি ও জাতি বলতে মহর্ষি কি বুঝিয়েছেন? ন্যায়সূত্র গ্রন্থে মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৬৭ সংখ্যক সূত্রে 'ব্যাক্তি'-র লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, **"ব্যাক্তিগুণবিশেষাশ্রয়ো মূর্ত্তিঃ"**।[৯] অর্থাৎ, মহর্ষির মতে, গুণ বিশেষের আশ্রয় যে মূর্ত্তি তাই ব্যাক্তি। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ন্যায়ভাষ্যকার বলেছেন "যা আকৃতি বিশিষ্ট দ্রব্য বিশেষ তাই ব্যাক্তি"। ন্যায় সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৬৮ সংখ্যক সূত্রে 'আকৃতির' লক্ষণ বলতে গিয়ে মহর্ষি বলেছেন, **"আকৃতির্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা"**।[১০] অর্থাৎ আকৃতি বিশেষের দ্বারা গোত্বাদি জাতি বিশেষণের বোধ হওয়ায় আকৃতি জাতির ব্যঞ্জক হয়। তাই আকৃতি হল জাতিলিঙ্গ। 'জাতিলিঙ্গ' আখ্যা অর্থাৎ সংজ্ঞা যার, সে হল আকৃতি। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সূত্রে জাতি লিঙ্গ এই স্থলে দ্বন্দ সমাসকে আশ্রয় করে যার দ্বারা জাতি ও লিঙ্গ অর্থাৎ ঐ জাতির লিঙ্গ আখ্যাত হয়, তাই আকৃতি এইরূপ কথা বলেছেন। ব্যাক্তি ও আকৃতির ন্যায় জাতি ও পদের বাচ্যার্থ হয়। অর্থাৎ গো ব্যাক্তি ও গো আকৃতির ন্যায় গোত্ব জাতিও 'গো' পদের বাচ্যার্থ। গৌতম দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ৬৯ সংখ্যক সূত্রে জাতির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, **"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"**।[১১] অর্থাৎ যা বিভিন্ন অধিকরণ সমূহে সমান বুদ্ধি উৎপন্ন করে, যার দ্বারা বহু পদার্থ পরস্পর ব্যাবৃত হয় না, যে পদার্থ অনেক পদার্থে প্রত্যায়ানুবৃত্তির অর্থাৎ একাকার জ্ঞানের নিমিত্ত, তাই সামান্য এবং যে পদার্থ কোন পদার্থ সমূহের অভেদও কোন পদার্থ সমূহ হতে ভেদ করে, অর্থাৎ ঐরূপ অভেদ ও ভেদের সাধক হয়, সেই সামান্য- বিশেষ জাতি। মহর্ষির মতে গোত্ব প্রভৃতি জাতি তার সমস্ত আশ্রয়ে সমানবুদ্ধি প্রসব করে, এজন্য জাতিকে বলা হয়েছে 'সমানপ্রসবাত্মিকা'।

এখন প্রশ্ন হল ব্যাক্তি, আকৃতি ও জাতির মধ্যে বাচ্যার্থ কখন কোনটিকে বোঝায়? এর উত্তরে মহর্ষি বলেছেন প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়মের দ্বারা বাচ্যার্থ বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ যে সময়ে কোন একটি ব্যাক্তিকে অন্য ব্যাক্তি থেকে ভেদ বোঝাতে চাই অর্থাৎ যখন পদের দ্বারা ব্যাক্তি বিশেষের অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যাক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অপ্রধান। কিন্তু যে সময়ে ব্যাক্তি বিশেষের অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যাক্তিই প্রধান জাতি ও আকৃতি অপ্রধান। কিন্তু যে সময়ে ব্যাক্তি বিশেষের ভেদ বোঝাতে না চেয়ে, ব্যাক্তির সামান্যতঃ বোধ হয়, তখন জাতি প্রধান, ব্যাক্তি ও আকৃতি অপ্রধান। আবার যখন পদের দ্বারা ব্যাক্তি বিশেষের আকৃতির বোধ হয়, তখন আকৃতিই প্রধান,জাতি ও ব্যাক্তি অপ্রধান।

পূর্বে উত্থিত 'অর্থ' শব্দের দ্বারা আমরা কি বুঝব? এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায় দর্শনের আলোকে এখন খোজা যেতে পারে। ন্যায় মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ যেমন জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, তেমনই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদার্থ সমূহকে ও মহর্ষি অর্থ বলেছেন। নিঃশ্রেয়সের উপযোগী ষোড়শ পদার্থ যেমন অর্থ, তেমনই দ্বাদশ প্রমেয় অর্থ। আবার অন্যতম প্রমেয় হিসাবে ঘ্রাণাদি গুণ সমূহ অর্থ। পরবর্তীকালে কনাদ উক্ত গুণ সমূহকেই গ্রহণ করে বলেছেন **"প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ"**।[১২] পুনঃরায় পদের শক্তির দ্বারা যেহেতু ব্যাক্তি, আকৃতি ও জাতি বোধিত হয়, সেহেতু এগুলিও 'অর্থ' পদ বাচ্য।

উপরিউক্ত আলোচনায় ন্যায় দর্শনে 'অর্থ' শব্দটির বহুমূখী দিক গুলি দেখানোর পর এখন আমরা বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যায় 'অর্থ' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি সেই আলোচনায় অগ্রসর হব।

পুর্বেই দেখানো হয়েছে যে, পদের দ্বারা যা বোঝানো হয় তাই পদার্থ (পদস্য অর্থঃ)। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে ছয়টি ভাব পদার্থের কথা বলেছেন। এই ছয়টি ভাব পদার্থ হল - দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। সূত্রকার ষঠ্ ভাব পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মের তত্বজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়সের হেতু বলেছেন। আচার্য প্রশস্তপাদ ও পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে ষঠ্ ভাব পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের উপযোগী বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, **"দ্রব্যগুনকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষন্নাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য তত্ত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ"**।[১৩] কিন্তু প্রশ্ন হল দ্রব্যাদি ষঠ পদার্থের সাধর্ম ও বৈধর্মের তত্ত্ব জ্ঞান যখন নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, তখন মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক সূত্রের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের তৃতীয়সূত্রে দ্রব্য, গুণ, এবং কর্ম এই তিনটি পদার্থকেই কেন 'অর্থ' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করলেন? প্রশ্নটিকে এভাবেও

উত্থাপন করা যায় যে ষঠ্ ভাব পদার্থের মধ্যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থকে 'অর্থ' শব্দ বাচ্য না বলার কারণ কি হতে পারে? প্রশ্নটির তাৎপর্য আরো জোরালো হয়ে উঠে এই কারণেই যে, আচার্য প্রশস্তপাদ সামান্যাদি পদার্থ ত্রয়ের সাধর্ম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব', অর্থাৎ অর্থ শব্দের দ্বারা অনভিধেয়। অভিপ্রায় এই যে প্রশস্তপাদের মতে, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়েই তিনটি পদার্থ অর্থ শব্দেরব দ্বারা অনভিধেয়। অর্থাৎ 'অর্থ' শব্দ বাচ্য নয়।[১৪] যাইহোক, বৈশেষিক পদার্থ তালিকায় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থ ছাড়াও চতুর্থ পদার্থ হিসাবে সামান্য পদার্থ স্থান পেয়েছে। আচার্য প্রশস্তপাদ সামান্যকে পর এবং অপর ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। যে সামান্য সমস্ত জাতির ব্যাপক তাকে পর সামান্য বলা হয়। আর যে সামান্য কেবল ব্যাপ্য, কিন্তু ব্যাপক নয় তাকে অপর সামান্য বলা হয়। সত্তা হল পর সামান্য। কারণ সত্তা মহা বিষয়ক। অর্থাৎ এই সামান্যের অন্তর্গত ব্যাক্তির সংখ্যা সর্বাধিক। এই জন্য সত্তা সামান্য কেবল অনুগত প্রতীতির নিয়ামক হয় এবং তার ফলে তা কেবল সামান্যই। অপরদিগে দ্রব্যত্বাদি সামান্যের অন্তর্গত ব্যাক্তির সংখ্যা সত্তা সামান্যের অন্তর্গত ব্যাক্তির সংখ্যা থেকে অনেক কম। এজন্য অপর সামান্যকে অল্প বিষয়ক বলা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থকে ত্রয়কে পরা জাতি বা সত্তা জাতি বলা হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের অষ্টম সংখ্যক কারিকায় বলেছেন যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তা জাতির বৃত্তি থাকায় এই তিনটি পদার্থ হল সত্তা জাতি বা পরা সামান্য নামক পদার্থ।[১৫] বৈশেষিক সূত্রে (১.২.৭.) সত্তার সংজ্ঞার মধ্যে সৎ পদটি বিদ্যমান। 'সত্তা' হল 'সৎ' – এর বিশেষ রূপ যা সত্তার ধারণার মধ্যেই অন্তর্গত।[১৬]

উপরিউক্ত আলোচনার পরপ্রেক্ষিতে 'অর্থ' শব্দটির দ্বারা বৈশেষিক সূত্রাকার কণাদ কি বুঝিয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তর এখন অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থ যেমন পদের দ্বারা অভিধেয়, তেমনই বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থ পদের দ্বারা অভিধেয়। তথাপি মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম – এই তিনটি পদার্থকে 'অর্থ' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করার তাৎপর্য এই যে, বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের ব্যাখ্যা সত্তার ধারণার উপর নির্ভরশীল।আর সত্তার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই এই দর্শনে 'অর্থ' শব্দটির বিশেষ প্রয়োগ ঘটেছে। হয়তো এই কারণেই দ্রব্য, গণ ও কর্ম পদার্থত্রয় বৈশেষিক দার্শনিকদের কাছে সত্তাবান পদার্থ বা জাতিমান পদার্থ। অন্যদিকে সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব – এই চারটি পদার্থ জাতিবোধকের তালিকায় অন্তর্গত হওয়ায় এই চারটি পদার্থ উপাধিমান।

পরিশেষে বলা যায় যে, ন্যায়- বৈশষিক ভাবনায় 'অর্থ' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন যে কথন লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ যুক্তির আদলের সঙ্গে দৈনদিন বাস্তবের সংযোগ রেখে চলা অর্থাৎ অর্থরূপে বস্তুর্থকে সূচিত করা।

তথ্যসূত্র :

১। ন্যায়সূত্র, গৌতম, সূত্র ১/১/১১, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (প্রথমখন্ড) পৃঃ ২১২।
২। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (প্রথমখন্ড), পৃঃপৃঃ ১৮-১৯।
৩। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (প্রথমখন্ড), পৃঃ ১৯৭।
৪। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (প্রথমখন্ড), পৃঃ ২১৮।
৫। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (প্রথমখন্ড), পৃঃ ২১২।
৬। ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্ত ভট্ট, অমিত ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃঃ ৩৬৪।
৭। ন্যায়মঞ্জরী, জয়ন্ত ভট্ট, অমিত ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃঃ ৩৬৩।
৮। সুখরঞ্জন সাহা, তাঁর 'ন্যায় দর্শন সম্মত লক্ষণা বৃত্তির প্রকার সমূহ' নামক প্রবন্ধে মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ন্যায় সূত্রে ২/২/৬২ সূত্রে উল্লেখিত 'উপাচার' শব্দটিকে তিনি লক্ষণার সমার্থরূপে গ্রহণ করেছেন । শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, পৃঃ ৬৭ থেকে উদ্ধৃত।
৯। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ (দ্বিতীয় খন্ড),পৃঃ ৫১০
১০। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ(দ্বিতীয় খন্ড),পৃঃ ৫১১
১১। ন্যায়সূত্র, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ(দ্বিতীয় খন্ড),পৃঃ ৫১৪
১২। বৈশেষিক সূত্র, কণাদ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৬।
১৩। প্রশস্তপাদের দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃঃ ১৩।
১৪। প্রশস্তপাদের দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃঃ ৮৩।
১৫। ভাষা পরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ, পৃঃ ৭৪।
১৬। বৈশেষিক সূত্র, কণাদ, সূত্র ১/৩/১, বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃঃ ১১ থেকে উদ্ধৃত।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। কর গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধ সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০০৩।
২। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১ম-৫ম খণ্ড, কলকাতা জুলাই ১৯৮১।
৩। তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, ন্যায়পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ১৯৭৮।
৪। ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ, শব্দার্থতত্ত্ব, স্বদেশ কল্কাতা ২০০৯।

৫। ভট্টাচার্য শ্রীমোহন ও ভট্টাচার্য দীনেশ চন্দ্র শাস্ত্রী, ভারতীয় দর্শন কোষ, ১মখণ্ড সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ১৯৭৮।
৬। মণ্ডল প্রদ্যোত কুমার, বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভপাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪।
৭। মুখোপাধ্যায় কল্পিকা, কাব্য প্রকাশ, শ্রীলক্ষী প্রেস, বোলপুর ২০০২।
৮। সান্যাল ইন্দ্রাণী ও শর্মা রত্নাদত্ত, ধর্মনীতি ও শ্রুতি সেন্টার অব এডভান্সড স্টাডি ইন ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধী বুক এজেন্সি, ১৪১৫।
৯। মণ্ডল প্রদ্যোত কুমার, প্রশস্তপাদের দর্শন রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।
১০। Ganari Janardhan, Artha (meaning), Oxford university press, 2006.
১১। Tatacharya Ramunuja N.S. and lakshminar Asimatta and Grimaol F, Sabdabodha Mimamsa, Voll.III, institute Francais De Pondichery Rashtriya Sanskrit Sansthan: 2006.
১২। Motilal B.K. and Chakraborti Arindam, knowing from words, Kluwer Academic Publisher, The Netherlands, 1994.

*****